সংবাদ

তারিখ ... 25 JUL 2005

কুমিল্লা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই কর্মকর্তাকে নিয়োগের প্রতিবাদে গতকাল কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয় -সংবাদ

দুই কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিলের দাবিতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে তালা

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

প্রচলিত নিয়ম ভেঙে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দুই কর্মকর্তাকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে প্রেষণে নিয়োগের প্রতিবাদে গতকাল রোববার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শিক্ষা বোর্ড ভবনের সব ক'টি কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। দিনভর এ আন্দোলনের ফলে গতকাল কার্যত অচল ছিল শিক্ষা বোর্ড। এতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিক্ষকসহ সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানিয়েছেন, দাবি মানা না হলে আজ পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ ১২(১) ও ১২(২) ধারা অনুযায়ী শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের পদোন্নতি না দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি মাসে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ কলেজের সহকারী অধ্যাপক নজরুল ইসলাম তালা : (পৃ: ১১ ক: ৪)

তালা : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সরকারকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক ও লাকসাম নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ইমরুল হাসানকে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে প্রেষণে নিয়োগ দেয়।

এই দুই কর্মকর্তা ১০ জুলাই বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদের কাছে যোগদানপত্র জমা দেন। চেয়ারম্যান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবাদের মুখে দুই কর্মকর্তার যোগদানপত্র জমা নেননি।

এদিকে গত ১৭ জুলাই কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সচিব সৈয়দ আবু ইউসুফ মন্ত্রণালয়ের এ নিয়োগের স্থগিতাদেশ চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট করেন। হাইকোর্ট এ ব্যাপারে রুলনিশি জারি করেন। শনিবার শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী সমিতির সভায় এই দুই কর্মকর্তাকে যোগদান করতে দেয়া হবে না- এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর জের ধরে রোববার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বোর্ডের চেয়ারম্যান, সচিবের কক্ষসহ ৯৫টি কক্ষেই তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ আন্দোলনের ফলে গতকাল দিনভর কোন কাজ হয়নি। বিকেলে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক সভায় মিলিত হন। সভায় বক্তব্য রাখেন কর্মচারী সমিতির সভাপতি আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের, আ. জলিল, মো. শাহজাহান, রঙ্গনাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ। সভায় এ নিয়োগ আদেশ বাতিলের দাবি জানিয়ে বলা হয়, এই কর্মকর্তাদের কোনক্রমেই যোগদান করতে দেয়া হবে না। তাদের দাবি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি দিয়ে এই পদ দুটি পূরণ করা হোক।

সূত্র জানায়, শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির সঙ্গে লাখ লাখ টাকার ঘুষ লেনদেন হয়। এর সঙ্গে চেয়ারম্যান, সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জড়িত। এজন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনে তাদের নীরব সমর্থন রয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রণালয় চিঠি দেয়া হয়েছে।

এদিকে শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় একই স্মারকে ওই শিক্ষা বোর্ডে ৪ কর্মকর্তাকে প্রেষণে বদলি করে। তাদের মধ্যে ১১ জুলাই অধ্যাপক মো. ইউসুফ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং ১৮ জুলাই অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। আদেশের অন্য দুই কর্মকর্তার যোগদান নিয়েই শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। নিয়োগকৃত দুই কর্মকর্তার ব্যাপারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোন আপত্তি নেই বলে জানা গেছে।